পরস্পর বলিতেছেন—মানবগণ ভক্তিসাধন অনুষ্ঠান করিয়া যদি শ্রীভগবানের নিকটে অন্য কিছু পুরুষার্থবস্তু প্রার্থী হয়েন, তবে পরম কৃপালু শ্রীভগবান্ তাঁহাদের প্রার্থনা-অনুরূপ ধর্ম্মাদ পুরুষার্থবস্তু দান করিয়া থাকেন বটে কিন্তু মনে মনে বিচার করেন যে—আমি যাহা দান করিলাম, তাহা পরম পুরুষার্থবস্তু নহে। যেহেতু এইসকল কামিতবস্তু লাভ করিয়া তাহাদের হৃদয়ে অভাববুদ্ধি জাগিবে এবং পুনশ্চ আমার নিকটে ধন-জন প্রভৃতির প্রার্থনা করিবে। এই ভাবিয়া শ্রীভগবান্ সেইসকল সকাম ভক্তগণের হৃদয়ে যাহাতে অন্য কোন বাসনার উদ্গম্ না হয়, তাহার জন্য তথায় নিজ পদপল্লব দান করিয়া থাকেন ॥ ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৯৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটির শ্রীগোস্বামীপাদকৃত ব্যাখ্যা যথা—ভগবান্ সকাম ভক্তগণকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাঁহাদের অভিলষিত বস্তু সত্যই প্রদান করেন—এ বিষয়ে কখনও ব্যভিচার ঘটে না। কিন্তু কেবলমাত্র অভিলষিত বস্তু প্রদান করিয়াই তিনি নিবৃত্ত হয়েন না। যেহেতু উপাসকগণ যে কামিত-বস্তু লাভ করেন, তাহা অপূর্ণ বলিয়া সেই বস্তু ক্ষয় হইলেই পুনরায় তাঁহারা সেই বস্তু প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যেহেতু ৯।১৯।১৪ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥

অর্থাৎ ঘৃত নিক্ষেপ করিলে অগ্নি যেমন বর্দ্ধিতই হয়, সেইরূপ কাম্যবস্তুর উপভোগে কাম কখনও শান্ত হয় না, কেবল বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই পরমকারুণিক শ্রীভগবান্ নিজ পাদপল্লবের মাধুর্য্যবিষয়ে অনভিজ্ঞতা হেতু তদ্বিষয়ে অনিচ্ছাকারী ভক্তগণের সম্বন্ধে ইচ্ছাপিধানকারী অর্থাৎ সর্ব্বাভিলাষ পরিপূর্ণকারী নিজ পাদপল্লব বিধান করেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগকে তাহা প্রদান করিয়া থাকেন। নিজ বালককে মৃত্তিকা চর্ব্বন করিতে দেখিয়া মা যেমন তাহার মুখ হইতে মৃত্তিকা অপসারিত করিয়া মিশ্রী ভক্ষণ করিতে দেন, এস্থলেও তদ্রূপই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রীভগবান্ নিজ ভক্তের হৃদয় হইতে অন্য কামনা-বাসনা বিদূরিত করিয়া নিজ চরণে মাধুর্য্যের আস্বাদন প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও উক্ত হইয়াছে যে—

কৃষ্ণ কহে আমায় ভজে মাগে বিষয়সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এই বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেন দিব।
স্বচরণামৃতদানে বিষয় ভুলাইব ॥ চৈঃ চঃ ২২ পরি।